দৈনিক বাংলা

তারিখ 14-DEC 1990
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

ছাত্রঐক্য নেতাদের সঙ্গে শাহাবুদ্দীনের বৈঠক

এরশাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তে কমিশন হবে

ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ বলেছেন যে আইন অনুযায়ী সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদের আনুষ্ঠানিক বিচারের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলো তদন্তের জন্য সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারপতির নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা হবে। খবর বাসস'র।

আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে গতকাল সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের নেতৃবৃন্দের উদ্দেশে ভাষণ দেয়ার সময় বিচারপতি শাহাবুদ্দীন এ কথা বলেন।

অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট ছাত্র সমাজকে তাদের ঐক্য রক্ষা এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে অন্তর্বর্তী সরকারকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।

তিনি আরও বলেন যে গণআন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে বিজয় অর্জিত হয়েছে। কিন্তু অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে এখনও গুরুদায়িত্ব সামনে পড়ে রয়েছে।

সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের পূর্বশর্ত হিসাবে সম্পূর্ণভাবে আইন-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা অপরিহার্য বলে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট উল্লেখ করেন।

জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য চলতি আন্দোলনে শহীদ ছাত্রদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে শাহাবুদ্দীন বলেন, জনগণ তাদের চিরকাল স্মরণ করবে।

দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় তাদের যথাসাধ্য অবদান রাখার আহ্বান

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

এরশাদের বিরুদ্ধে অ

(প্রথম পৃঃ পর)

জানিয়ে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বলেন যে কেউ যাতে অবৈধ অস্ত্র ব্যবহার করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে ব্যাহত করতে না পারে সেজন্য অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে তার সরকার ইতিমধ্যেই অস্ত্র আইন সংশোধন করে অবৈধ অস্ত্রধারীদের সাজা বৃদ্ধি করেছে। অবৈধ অস্ত্র রাখার জন্য দোষী ব্যক্তির সাজা সর্বনিম্ন দশ বছর ও সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন কারাদন্ড করা হয়েছে বলেও বিচারপতি শাহাবুদ্দীন উল্লেখ করেন।

অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বলেন যে শীগগীরই দেশে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু হবে এবং সব দল যাতে সমান সুযোগ পায় তা নিশ্চিত করা সবারই কর্তব্য।

বিচারপতি শাহাবুদ্দীন বলেন যে ছাত্ররা নিঃস্বার্থ এবং তারা মন্ত্রী, রাষ্ট্রদূত হতে চায় না বা লাইসেন্স-পারমিট ভিক্ষা করে না। তিনি আরও বলেন যে বর্তমান গণআন্দোলনের পুরোভাবে ছিল ছাত্র সমাজ। সেজন্যই তিনি ছাত্রদের ঐক্য ও সহযোগিতামূলক মনোভাব রক্ষা এবং নির্বাচনের সময় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও রীতিনীতি সমুন্নত রাখার আহ্বান জানান।

অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বলেন যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আগামী নির্বাচন হবে জাতির পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এবং এই নির্বাচন হতে হবে সম্পূর্ণভাবে অবাধ ও সুষ্ঠু।

ছাত্রদের সাবেক প্রেসিডেন্টের বিচারের দাবী প্রসঙ্গে শাহাবুদ্দীন বলেন যে আইন অনুযায়ী সব ব্যবস্থা নিতে হবে। সাবেক প্রেসিডেন্টকে ইতিমধ্যেই 'নিরাপত্তামূলক আটক' করা হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

ছাত্র নেতৃবৃন্দ তাদের বক্তৃতায় অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং আইন-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় অন্তর্বর্তী সরকারকে পূর্ন সমর্থন ও সহযোগিতার নিশ্চয়তা দেন। তারা সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদ, তার মন্ত্রীবর্গ, সংসদ সদস্য, জাতীয় পার্টির নেতা ও কিছু আমলার অবৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদ বাজেয়াফত করার দাবী জানান।

ছাত্র নেতারা এসব ব্যক্তির দেশত্যাগ বন্ধ করার জন্য তাদের পাসপোর্ট আটক এবং এরশাদ আমলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যেসব কর্মকর্তা বাড়াবাড়ি করেছেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার আহ্বানজানান।

ছাত্র নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তৃতা করেন আমানউল্লাহ আমান, হাবিবুর রহমান হাবিব, নাজমুল হক প্রধান, সাইফউদ্দিন আহমেদ মনি, মোস্তফা ফারুক, জাহাঙ্গীর সাত্তার টিংকু ও মোশরেফা মিতু।

ভিযোগ তদন্তে কমিশন

ডেন্টের সচিবালয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট বিচারপতি জনাব শাহাবুদ্দীন আহমদের সঙ্গে দেখা করেন।

এসব বৈঠকে নেতৃবৃন্দ দেশের বৃহত্তর স্বার্থে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনা করেন।

নেতৃবৃন্দ এ ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

বৃহস্পতিবার যারা ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করেন তারা হলেন ছয় দলীয় জোট, মুসলিম লীগ (মতিন) ও মুসলিম লীগ (ইউসুফ) নেতৃবৃন্দ।

জনাব ওলি আহাদ ছয় দলীয় জোট প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন। মুসলিম লীগ (ইউসুফ) প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন দলীয় প্রধান আলহাজ্ব এ এন এম ইউসুফ। দলের মহাসচিব ফয়েজ বক্স বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

মুসলিম লীগের (মতিন) প্রধান আলহাজ্ব এম এ মতিন দলীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন। সংগঠনের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট কাজী আওলাদ হোসেন এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন।

কয়েকটি দল ও জোট

আরও কয়েকটি রাজনৈতিক দল ও জোটের নেতারা বৃহস্পতিবার প্রেসি-